

দ্য আৰ্ট অব বিইং এলোন

ৰেণুকা গাভৰানি

অনুবাদ: শিৱিন ৱিতু



পৰ্যবেক্ষণ
প্ৰিজিয়াস

উৎসর্গ

আশরাফুল সুমন ভাইয়াকে,
যার জন্য আজকে আমি অনুবাদক হয়েছি।

অনুবাদকের কথা

ছোটবেলা থেকেই আমাদের ‘জীবনের লক্ষ্য’ নামের একটি রচনা মুখস্থ করানো হয়। সেখানে কেউ বলে ডাক্তার হতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউবা শিক্ষক। আমিও এমন কিছু হতে চাইতাম। কিন্তু অনুবাদক? কেউ যদি চার মাস আগেও বলত, ‘রিতু, তুমি আর কয়েক মাস পরই অনুবাদক হবে।’ আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম। কারণ আমি নিজেকে অনুবাদক হবার মতো অতখানি যোগ্য ভাবিনি।

এখন কি তবে নিজেকে যোগ্য ভাবি? নাহ। নিজেকে একজন ভালো, যোগ্য অনুবাদক বলব এতখানি স্পর্ধাও আমার নেই। তবে কেন অনুবাদ করলাম? এর মূল কারণ হলো সুমন ভাইয়া (আশরাফুল সুমন)। একদিন গল্পাচ্ছলে আমাকে একটা বই অনুবাদ করার প্রস্তাব দেন তিনি। আমি বেশ কিছু সময় নিয়ে ভাবলাম: অনুবাদক হব? খারাপ কী? করলাম না হয়। এরপর অনুবাদ শুরু করে ভাইয়াকে দেখালাম। তিনি আমার সুবিধার্থে কিছু কলাকৌশল বলে দিলেন। পাশাপাশি নিয়াজ ভাইয়ার সাথে কথা বলিয়ে দিলেন। অবশেষে আমার অনুবাদের কাজ সমাপ্ত হবার পর প্রকাশক সাহেবের বিপুল আত্মহে বইটি আলোর মুখ দেখছে। আমার এই বই অনুবাদে শুধু একজনকে যদি ক্রেডিট দিতে হয়, আমি সুমন ভাইয়াকেই দেবো। উনি যদি গল্পাচ্ছলে সেদিন আমাকে অনুবাদের প্রস্তাব না দিতেন, আমি কখনোই অনুবাদক হতাম না হয়তো। আর এর সাথে প্রকাশক নিয়াজ ভাই ও বান্ধবী নিশাত আল হুরাইরাহর কথা না বললেই নয়। এই দুজন মানুষ আমাকে এই বই অনুবাদের পুরোটা সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

অবশেষে একটা কথা বলে শেষ করি। আমার বাবা-মায়ের দুই দিকের বংশেই এর আগে কোনো অনুবাদক ছিল না। আমার আত্মীয়দের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী। আমি নিজেও আগে একজন শিক্ষক ছিলাম। এখন একজন মানসম্মত অনুবাদক হতে চাই। আত্মীয়দের মাঝে তো অনেকেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী। আমি নাহয় মামুলি একজন অনুবাদকই হলাম।

দ্য আর্ট অব বিইং এলোন বইটা সেসব নিঃসঙ্গ মানুষদের জন্য যারা জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে দিশাহীন হয়ে পড়েছেন। নাহ, এটা কোনো গতানুগতিক মোটিভেশনাল বই নয়। এ বইটা আপনাকে আপনার নিজের সাথে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবে। এটা পড়ার পর আপনি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন। ছোট কলেবরের এই বইয়ের সাথে আপনার পাঠযাত্রা আনন্দের হোক এই কামনা করি। আপনাদের ভালো লাগলেই আমার অনুবাদ সার্থক হবে।

শিরিন রিতু

ঢাকা।

ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সার্জন জেনারেল ডক্টর বিবেক মূর্তি সম্প্রতি জানিয়েছেন, ‘একাকিত্ব ও সামাজিক যোগাযোগের দুর্বলতা একজন মানুষের গড় আয়ু প্রতিদিন ১৫টা সিগারেট খাওয়ার মতো করে কমিয়ে দেয়।’ সত্যি বলতে, এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। যাতে জানা যায়, একাকিত্বে ভোগা মানুষজনের জীবনের শেষ দিকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

এই বই লেখার কথা মাথায় আসতেই ভেবে রেখেছিলাম যে আমি সাধারণ কোনো তথ্যনির্ভর বই লিখব না। বরং এমন বই লিখব যা পড়ে যে-কেউ নিজের সাথে মেলাতে পারবে। এমন এক বই যা পড়ে মনে হবে নিজের মনের কথা পড়ছি। আপনি তো এমন একটা বই-ই চান, তাই না? এ পৃথিবীতে কতজন একাকিত্বে ভোগে তাতে কিছু যায় আসে না আপনার। আপনি শুধু জানতে চান কীভাবে নিজের এই একাকিত্বকে দূর করা যায়।

এটাই প্রথম সমস্যা। একাকিত্বকে কেন আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ ভাবা হয়? কেন আপনি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার ব্যাপারটাকে এতই অপছন্দ করেন যে নিজের সাথে কাটানো সময়কে একাকিত্ব ভাবেন? আর এর থেকে মুক্তির জন্য কেন কৌশল খুঁজে বেড়ান, বুদ্ধি চান? কেন নিজের সাথে সময় কাটাতে ভয় পান আপনি?

সত্যি বলতে, এসব প্রশ্ন করার কোনো অধিকার আমার নেই। নিজের বেলাতেও আমি খুব একটা ভালো অবস্থায় ছিলাম না। সব সময় মনে করতাম যে হয়তো আমার মাঝেই কোনো সমস্যা আছে। আর এজন্যই সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আর যদি আমি নিজের ভেতরে থাকা সেই সমস্যা দূর করতে পারি, আমার জীবনে থাকবে সবাই।

যদিও অনেকটা সময় একাকী কাটিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব আর চিন্তাভাবনার ধরন বুঝে নিয়ে নতুনভাবে উপলব্ধি করলাম যে আমি বেশ ভালো একজন মানুষ। আমি নিজের সাথে সময় কাটাতে ভালোবাসি। আর এই কাজটা আমি সব সময়ই করতাম। আমি সব সময়ই ভালোবাসতাম নিজের রুমে সময় কাটাতে, বইয়ের নেশায় বঁদ হয়ে থাকতে, নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় ঘুরে বেড়াতে, যে জায়গা শুধু আমিই চিনি। একধরনের বিলাসিতা ছিল এসব আমার জন্য।

নিজের অতীত নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবতে শুরু করি আমি। খুঁজে দেখছিলাম, কেন একা থাকার ব্যাপারটাকে ভীষণ অপছন্দ করতাম। আর কেনই বা নতুন বন্ধু বানাতে চাইতাম, যেখানে বেশি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে কখনোই ভালো লাগত না আমার। মানুষ হিসেবে আমি খুবই অন্তর্মুখী স্বভাবের। নিজের আশেপাশে বেশি মানুষ না থাকলেই ভালো লাগে আমার। যাদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসি, শুধু তাদের সঙ্গেই আমি পছন্দ করি। এমন কোনো মানুষের সঙ্গে আমি চাই না যার সাথে সামনাসামনি ভালো বন্ধু হওয়ার ভান করতে হয়, কিন্তু পেছনে তাকে নিয়ে আজোবাজে কথা বলা লাগে।

কিন্তু তারপর আবার প্রশ্নটা মাথায় ফিরে এল: যে ব্যাপারটা আমি সব সময় ঘৃণা করতাম, সেটার জন্যই কেন এত মুখিয়ে থাকতাম?

এর উত্তর একটাই: সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা।

যখন আমি হাই স্কুলে পড়তাম, তখন আমার ক্লাসে একটা মেয়ে ছিল। পুরো ১৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ও ছিল একদম একা, বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মতো। আমি ঠিক জানি না কেন ওর সাথে কেউ কথা বলত না। কারণ:

- ১) ও অন্য শাখায় পড়ত
- ২) আমি ক্লাসে নতুন ছিলাম

তবুও এদের অনেকেই পরবর্তীতে আমার বন্ধু হয়ে ওঠে। এমনকি ঐ মেয়েটার শাখাতেও আমার কিছু বন্ধু জুটে যায়। অথচ ঐ

মেয়েটা সারা দিন বই নিয়ে পড়ে থাকত। ওর কোনো বন্ধু ছিল না। আমি সব সময় দেখতাম ও একা একা আছে, ক্লাসের একদম শেষ সারিতে বসে আছে, যেন নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। এমনকি ওয়াশরুমেও একা একা যেত। মজার ব্যাপার হলো, দরকার হলে মেয়েরা নিজেদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনকে চেপে রাখবে, তবুও কখনোই ওয়াশরুমে একা যাবে না। অথচ ঐ মেয়েটা সব সময় যেকোনো জায়গায় একা একাই থাকত।

ক্লাসের অনেকেই মজা করত ওকে নিয়ে। আবার ওর জন্য অনেকের খারাপও লাগত। স্পষ্ট মনে আছে, আমি আমার এক বন্ধুকে ওর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওর নাম জানতাম না আমি। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘এই শোন, “ক” শাখার মেয়েটা সব সময় একা থাকে কেন?’

উত্তরে আমার বন্ধু বলেছিল, ‘জানি না। আমি নিজেও কখনো কথা বলিনি ওর সাথে। সত্যি বলতে, আমি এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই ওকে এমন দেখে আসছি। সবাই বলে, ও একটু অদ্ভুত রকমের। মানে...বুঝতেই পারছি।’

এই ছোট্ট কথাবার্তার দিকে একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন, কেন একাকিত্বকে আমরা এত ভয় পাই। একদম ছোটবেলা থেকেই এই একাকিত্বের ভয় আমাদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আমাদের শেখানো হয়, যে বাচ্চাটি একা খায়, একা বসে থাকে, যার কোনো বন্ধু নেই, সে করুণার পাত্র। প্রতিটা বই ও মুভিতে বন্ধুবান্ধবহীন, একা খেতে দেখা বাচ্চাকে দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এমন এক নিঃসঙ্গ শিশু, যাকে উদ্ধার করতে হবে। যেকোনো বই খুলে দেখুন। যেকোনো মুভি দেখুন। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, তাদের মাঝে নিঃসঙ্গতার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। এই চরিত্রগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে সহজ শিকার বা করুণার পাত্র হিসেবে।

কেউই চায় না মানুষ তাকে ‘অদ্ভুত’ হিসেবে দেখুক। আর ঠিক এখান থেকেই একাকিত্বের প্রতি ভয় জাগে আমাদের মনে। আমরা